রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৩.০০.০০০০.১৪৭.০৭.০০৩.১৯-২৯৯—গত ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা- বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করিল :

'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২'

১.০ প্রস্তাবনা ও পরিপ্রেক্ষিত :

১.১ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও কর্মসংস্থানের উৎস্য হিসাবে এই খাতের উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম চলমান। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব পরিমন্ডলে স্বীকৃত। দেশে মোট উৎপাদিত মৎস্যের ১৪.৯০% সমুদ্র হইতে আহরিত হয়।

১.২ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা দিয়াছিলেন, "মাছ হইবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় ১০ (দশ)টি মৎস্য-ট্রলারযোগে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের শুভসূচনা করিয়াছিলেন। একই সময়ে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন পরিপূরণে এই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ দুইটি ছিল সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য উদ্দীপনামূলক।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

১.৩ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় গত ১৪ মার্চ ২০১২ খ্রি. তারিখে ITLOS এবং ০৭ জুলাই ২০১৪ খ্রি. তারিখে PCA -এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের সহিত সীমানা নির্ধারণের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সামুদ্রিক এলাকা অর্জিত হইয়াছে। সরকারের সুনীল অর্থনীতির রূপরেখায় সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য খাতকে কাজে লাগাইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা প্রদান করিবার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১.৪ বিশাল সমুদ্র এলাকায় সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় সুনীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন সময়ের দাবি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রণীত ডেল্টা প্ল্যান মোতাবেক কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকা নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে ২১০০ খ্রিষ্টাব্দের জন্য কৌশল হইল-দীর্ঘ মেয়াদে মৎস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার জন্য জীববৈচিত্র্য বজায় রাখা, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সুনীল অর্থনীতির অধীন সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করা, সমুদ্রের গভীর ও অগভীর স্থানে সহনশীল মৎস্য আহরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১-এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক—দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যাহা ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হিসাবে সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্রের অবসান, ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল জাতীয় পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের অবদান গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইয়াছে।

১.৫ রূপকল্প, ২০২১ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এবং ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০-এর কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিয়া প্রাণিজ পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন এবং প্রক্রিয়াজাত সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিবার মাধ্যমে উল্লিখিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামুদ্রিক মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার। এই বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

২.০ **রূপকল্প :**

টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩.০ **অভিলক্ষ্য :**

৩.১ আইন, বিধি ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পরিপালন করিয়া চাহিদাপূরণে সামুদ্রিক মৎস্যের আহরণ বৃদ্ধি।

৩.২ সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মেরিকালচারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উপযোগিতা বৃদ্ধি।

৪.০ **উদ্দেশ্য :**

৪.১ জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য নির্ণয়।

৪.২ উপকুলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের টেকসই আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিধি-বিধান-এর সহিত সংগতি রাখিয়া দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন।

৪.৩ সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগী মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন।

৪.৪ সকল প্রকারের সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান তালিকাভুক্তকরণ, আহরণের সক্ষমতা নির্ধারণ ও উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ।

৪.৫ মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উপর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৪.৬ সামুদ্রিক ও উপকুলীয় দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial planning) প্রস্তুত করা।

৪.৭ জাতীয়ভাবে গৃহীত সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৪.৮ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রমের উন্নয়নে দেশি, বিদেশি ও যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান।

৪.৯ অবৈধ অনুল্লিখিত ও অ-নিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.১০ মেরিকালচার এলাকা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন এবং এই সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান।

৫.০ **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও উহার বৈচিত্র্য :**

৫.১ জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মৎস্য, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবাল এবং ১৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল পাওয়া যায় (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০২১)। পাশাপাশি সুন্দরবন স্বাদু, আধা-লবণাক্ত ও সামুদ্রিক সকল প্রজাতির মৎস্যের

প্রাকৃতিক প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকার ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় এবং গভীর সমুদ্র অঞ্চলে অতি পরিভ্রমণশীল মূল্যবান টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে মেরিকালচার বিশ্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক দেশেই অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে এবং বাংলাদেশের বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলেও অনুরূপ মেরিকালচারের যথেষ্ট সম্ভবনা রহিয়াছে।

৫.২ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার ২০ শতাংশ উপকূলীয় এলাকা, ৩৫ শতাংশ কন্টিনেন্টাল শেলফ এবং বাকি ৪৫ শতাংশ গভীর সমুদ্র। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রায় সবটুকুই উপকূলীয় এবং কন্টিনেন্টাল শেলফ এলাকায় পরিচালিত হয়। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ২০৪টি বাণিজ্যিক ট্রলার বর্তমানে মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ এবং আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে সাধারণত গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। গভীর সমুদ্রের উপরিতলের টুনা ও টুনাজাতীয় মৎস্যসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদের আহরণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা গেলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই গভীর সমুদ্রে টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের জন্য লং লাইনার ও পার্স সেইনার ট্রলার আমদানির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত আহরণের ফলে দাতিনা, থ্রেডফিনস এবং ক্রোকার্সের মতো বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ডিমারসাল প্রজাতির মৎস্য হ্রাস পাইতেছে। উপকূল হইতে সমুদ্রের ৪০–৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই আর্টিসানাল জেলেদের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫ লাখ দরিদ্র জেলে ৮৫ শতাংশ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে। আর বর্তমানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ২০৪টি বাণিজ্যিক ট্রলারের মাধ্যমে ৫ হাজার প্রশিক্ষিত জেলে সাগরের ৪০ মিটার গভীরতার সীমানার বাহিরে ১৫ শতাংশ মৎস্য শিকার করে। জেলেরা বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মৎস্যের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৫ হইতে ৩০ প্রজাতির মৎস্য আহরণ করিতে পারেন, যাহার সিংহভাগই ইলিশ। আমাদের সামুদ্রিক এলাকায় বা বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির মধ্যে কেবল ৬৫ প্রজাতির মৎস্য আহরণযোগ্য। উহা ব্যতিরেকে ৩৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি, ৩ প্রজাতির লবস্টার, ২৫ প্রজাতির কাছিম ও ১১ প্রজাতির কাঁকড়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ইলিশ, রূপচান্দা, টেকচান্দা, ফলি চান্দা, ঘোড়া চান্দা, চান মৎস্য, কামিলা, চাপিলা, নাইল্লা, অলুয়া, ফাইস্যা, তেইল্যা ফাইস্যা, চইক্কা ফাইস্যা, পাতা মৎস্য, কোরাল, নাককোরাল, দাড়কোরাল, লাক্ষা, সুরমা, রকেট মাইট্টা, বোম মাইট্টা, জাতি মাইট্টা, ঠুইট্টা, ঘুইজ্জা, মাথা ঘুইজ্জা, কেলা ঘুইজ্জা, কাওয়ালি ঘুইজ্জা, নাথু ঘুইজ্জা, পিয়া ঘুইজ্জা, ছাতা ঘুইজ্জা, মোচ ঘুইজ্জা, আগুরা ঘুইজ্জা, পোপা, কালা পোয়া, সোনালি পোয়া, বাঁশ পোয়া, তিল্লিপ পোয়া, রম্বু পোয়া, লইজ্জা পোয়া, ঠেঁড়ি পোয়া, রাঙাচঁই (রাঙাচোখা)-সহ কয়েক প্রজাতির মৎস্য বেশি পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মৎস্য বিজ্ঞানীদের অভিমত, বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয় মৎস্য সম্পদে অনেক সমৃদ্ধ এবং ইহার জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত বিস্তৃত।

৬.০ **নীতিমালার ব্যাপ্তি :**

৬.১ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা অর্থে দেশীয় কোনো আইন দ্বারা ঘোষিত রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Water) UNCLOS 1982-এর Article 33 দ্বারা নির্ধারিত সংলগ্ন অঞ্চল (Contiguous Zone) এবং Article 55 দ্বারা নির্ধারিত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) বা Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974-এর অনুচ্ছেদ ৪(১), ৬(১), ৭(১) বা সরকার কর্তৃক আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী ঘোষিত জলসীমা।

৬.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিবিধান অনুসরণে সামুদ্রিক মৎস্য, অণুজীব, সামুদ্রিক শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ আহরণকারী, উৎপাদনকারী, পরিবহণকারী, বাজারজাতকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারী ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা—এই নীতিমালার আওতাভুক্ত।

৭.০ **আইনগত ভিত্তি :**

৭.১ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা বলবৎ বিধিমালা।

৭.২ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা বলবৎ বিধিমালা।

৭.৩ মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮।

৭.৪ The Protection and Conservation of Fish Act 1950 এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা।

৭.৫ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২।

৭.৬ পরিবেশ আইন, ১৯৯৫।

৭.৭ বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫।

৭.৮ বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্য আইন, ২০১৭।

৭.৯ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা।

৭.১০ Mercantile Merine Ordinance, 1983

৭.১১ Territorial Water and Maritime Zone Act, 1974.

এইগুলি ব্যতিরেকে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সকল কনভেনশন বা চুক্তি যথা : UNCLOS, FAO Compliance Agreement, Code of Conduct for Responsible Fisheries, IPOA-IUU Fisheries Stock Assesment Agreement, PSM Agreement, VGFSP, IUCN, WTO-এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ।

৮.০ **নীতি :**

টেকসই মৎস্যসম্পদ ও জলজ প্রতিবেশ সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে নীতিসমূহ নিম্নরূপ হইবে—

৮.১ **জরিপ ও তথ্য সংরক্ষণ :**

৮.১.১ বাংলাদেশ সামুদ্রিক জলসীমায় ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণস্থল চিহ্নিতকরণ ও আহরণযোগ্য মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য ও মজুত-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য জরিপ করিবে।

৮.১.২ জরিপ কাজে বিদ্যমান আরভি মীন সন্ধানীসহ অন্য কোনো জরিপ জাহাজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে করিতে আগামী ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করিবে।

৮.১.৩ সরাসরি অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মৎস্য হইতে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং একইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হইলে মৎস্য নৌযানে কর্মরত কর্মকর্তা/শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৮.১.৪ প্রতিবেশী দেশ বা আঞ্চলিক মৎস্য সংগঠন বা আন্তর্জাতিকভাবে অন্য কোনো সংগঠনের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে উল্লিখিত সংগঠনের সহিত চুক্তি করা যাইতে পারে।

৮.১.৫ জরিপ কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রিসার্চ ভেসেলের সহায়তা চাওয়া যাইতে পারে।

৮.১.৬ ডিজিটাল ডেটা কাঠামো প্রস্তুতপূর্বক মহাপরিচালক তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে ডেটা সংরক্ষণ করিবেন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতীত তথ্য সরবরাহ করিবেন না।

৮.১.৭ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মডেল ব্যবহার করিয়া সামুদ্রিক মৎস্যের অনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

৮.১.৮ প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর পর ডেটা হালনাগাদ করিবার পরিকল্পনা থাকিতে হইবে।

৮.১.৯ জরিপ কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট লোকবল নিয়োগ বা পদায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

৮.১.১০ জরিপ কাজে গবেষণার জন্য BFRI বা BORI বা সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানকারী যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করিতে পারিবে এবং গবেষণা খাতে অর্থ থাকা সাপেক্ষে গবেষণা কাজে অর্থায়ন করিতে পারিবে।

৮.১.১১ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিবেন।

৮.২ সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তকরণ, আহরণের সক্ষমতা নির্ধারণ ও উহাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

৮.২.১ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই অবস্থা বজায় রাখিয়া আহরণ যৌক্তিকিকরণ, মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণযোগ্য মজুত বজায় রাখিবার জন্য গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণস্থল চিহ্নিতকরণ ও আহরণযোগ্য মৎস্যসম্পদের মজুতসংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সামুদ্রিক মৎস্য-নৌযানের সংখ্যা ও সক্ষমতা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

৮.২.২ ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরভিত্তিক জনসংখ্যা ও উহার প্রাণিজ আমিষের চাহিদাভিত্তিক একটি ডেটা শিট প্রস্তুত করিবে এবং চাহিদার কী পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ হইতে আহরণ করা হইবে তাহার বার্ষিক হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

৮.২.৩ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুত ও মৎস্য নৌযানের সক্ষমতার ভিত্তিতে চাহিদা-অনুসারে মৎস আহরণ নিশ্চিত করিতে বাণিজ্যিক ট্রলার, যান্ত্রিক নৌযান এবং আর্টিসানাল নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

৮.২.৪ আর্টিসানাল নৌযানের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে যৌক্তিক পর্যায়ে কমাইয়া আনিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলে ও জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে ভিন্ন প্রায়োগিক ও উপযুক্ত পেশা নির্ধারণ করিয়া প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনে ক্ষুদ্রাকারে মূলধন সরবরাহ করা যাইতে পারে।

৮.২.৫ লাইসেন্স ও অনুমতি প্রদানের কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করিবে।

৮.২.৬ আর্টিসানাল নৌযানের বিদ্যমান সংখ্যা বিবেচনা করিয়া অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সেবাগ্রহীতা-বান্ধব করিবে।

৮.২.৭ গভীর সমুদ্রে (২০০ মিটার গভীরতার বাইরে ও আন্তর্জাতিক জলসীমায়) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক ট্রলারকে কেবল লং লাইনার ও পার্সসেইনার পদ্ধতিতে টুনা বা সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে উৎসাহ প্রদান করিবে।

৮.২.৮ মৎস্য-নৌযান সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সরকার পক্ষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৮.২.৯ মৎস্য অধিদপ্তর সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের পৃথক ক্রমিক নম্বরসহ নির্দিষ্ট রং করার বিষয় বাস্তবায়ন করিবে। উল্লিখিত নম্বরটি জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর হইবে।

৮.৩ দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ-পদ্ধতি প্রবর্তন :

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে দেশের জনগণের পুষ্টি, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও পরিবেশগত মাত্রা সন্নিবেশিত। কাজেই মৎস্য আহরণ ও এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ আহরণের সহিত সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী ও নৌশ্রমিক কল্যাণও বিবেচনা করা প্রয়োজন। টেকসই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (FAO) দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ কোড নির্ধারণ করে। সার্বিক বিবেচনা করিয়া নিম্নরূপ নীতিসমূহ উল্লিখিত হইল—

৮.৩.১ আহরণযোগ্য মৎস্যের মৎস্যসম্পদের প্রাপ্যতা ও জাতীয় চাহিদা বিবেচনা করিয়া বার্ষিক মোট আহরণযোগ্য মৎস্য আহরণের সর্বোচ্চ সীমা (TAC) নির্ধারণ করিবে।

৮.৩.২ ল্যান্ডিং ফি নির্ধারণ বা প্রয়োজনে উহা সমন্বয় করিবে।

৮.৩.৩ প্রত্যেক নৌযানের আহরণযোগ্য মৎস্যের পরিমাণের কোটা নির্ধারণ করিবে।

৮.৩.৪ সংকটাপন্ন ও প্রজাতিভিত্তিক আহরণযোগ্য মৎস্যের সর্বোচ্চ আকার নির্ধারণ করিবে।

৮.৩.৫ লাইসেন্স ও মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র (SP) ইস্যু আইন/বিধি মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করিবে।

৮.৩.৬ মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল যথাযথভাবে কার্যকর করিবার জন্য আন্তঃবিভাগীয়/দপ্তর ও আহরণকারীদের সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করিবে।

৮.৩.৭ সামুদ্রিক মৎস্যের প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্যতা বিষয়ে অবিরাম জরিপ ও গবেষণা অব্যাহত রাখিবার উদ্যোগ লইতে হইবে।

৮.৩.৮ উপকূল এলাকায় কাঙ্ক্ষিত মৎস্য আহরণ পদ্ধতি (টোপ ও বড়শি) উৎসাহিত করা যাহাতে অনাকাঙ্ক্ষিত মৎস্য প্রজাতি (by-catch) আহরণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যাইতে পারে।

৮.৩.৯ প্রতিবেশী উপকূলীয় দেশ বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক মৎস্য সংগঠনসমূহের সহিত মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে একইরূপ উদ্যোগ গ্রহণে যোগাযোগ বৃদ্ধি করিবে।

৮.৪ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial planning) প্রস্তুত :

৮.৪.১ সামুদ্রিক এলাকার সামরিক কৌশল ও নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার বিবেচনাপূর্বক মৎস্য আহরণের দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে সরকারের অন্য কোনো বিভাগ বা সংস্থা স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া থাকিলে তাহার সহিত সমন্বয় করিয়া প্রস্তুত করিবে।

৮.৪.২ সমুদ্রে স্থানিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ এলাকা, নৌ-পরিবহণ, সামরিক কৌশলগত এলাকা, সমুদ্র তলদেশে ভূগর্ভস্থ খনিজের উৎসস্থল, খনন এবং খননকৃত মাটি স্তূপীকরণের স্থান, কেবল্স ও পাইপলাইন, উপকূলীয় নিরাপত্তা, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং গবেষণা ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করিবে।

৮.৫ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উপর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন :

৮.৫.১ সমুদ্রে মৎস্য আহরণকারী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ডেটা সংগ্রহ করিবে।

৮.৫.২ ‘আমাদের জন্য এবং আমাদের ছাড়া নহে’ এই ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করিবে।

৮.৫.৩ দায়িত্বপূর্ণ মৎস্য আহরণ মৎস্য নৌ-যান শ্রমিকের আইনগত অধিকার, মৎস্য আহরণ-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ বা বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান বা প্রদানের জন্য বিকল্প উৎস অনুসন্ধান ও সম্বয় করিবে।

৮.৫.৪ মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা জালের অধীন সহায়তা প্রদান করিবে।

৮.৫.৫ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন টিকিয়া থাকিবার উপযোগী আবাসনের জন্য মৎস্যজীবী পল্লী স্থাপন করিবে।

৮.৫.৬ মৎস্য আহরণকালীন নিহত জেলে ও নিখোঁজ বা আহত জেলে পরিবারকে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৮.৫.৭ নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান এবং বৈধ মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে ঋণ প্রদানকারী সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.৬ সুনীল অর্থনীতি (সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ) :

জাতীয়ভাবে সুনীল অর্থনীতির অধীন গৃহীত কর্ম-কৌশলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন মেয়াদে নির্ধারিত কৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

৮.৬.১ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুত নিরূপণ ও মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

৮.৬.২ আহরিত মৎস্যের অবচয় হ্রাসরোধ।

৮.৬.৩ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৮.৬.৪ EEZ এবং ABNJ-এর ২০০ মিটার গভীরতার ঊর্ধ্ব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৮.৬.৫ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৮.৬.৬ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সদস্যভুক্তি।

৮.৬.৭ MSY নির্ধারণ এবং MEP প্রণয়ন।

৮.৬.৮ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

৮.৬.৯ IUU ফিশিং নিয়ন্ত্রণ।

৮.৬.১০ উপকূলীয় মৎস্যজীবী/জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮.৬.১১ সুন্দরবন অঞ্চলের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.৬.১২ মেরিকালচার ও কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৮.৬.১৩ লিমনোলজিক্যাল, ইকোলজিক্যাল স্টাডির ভিত্তিতে ইকো-সিস্টেম-ভিত্তিক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

৮.৬.১৪ দূষণ ও অতি-আহরণ রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতায় সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা।

৮.৬.১৫ অবতরণ কেন্দ্রসমূহ আধুনিকায়ন।

৮.৬.১৬ উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাব্য এলাকায় মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন।

৮.৬.১৭ স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে চিহ্নিত এইসকল কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৮.৬.১৮ Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এলাকায় মৎস্যসম্পদ আহরণে সুযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৮.৬.১৯ Public Private Partnership (PPP)-এর আওতায় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ।

৮.৭ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem) ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগী মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন :

৮.৭.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে।

৮.৭.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশভিত্তিক পদ্ধতি (EBA-Ecosystem Based Approach) অনুসরণ করিবে।

৮.৭.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদার করিবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৮.৭.৪ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের আহণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রতিবেশের পুনঃউৎপাদনশীলতা (regeneration capacity) বজায় থাকে।

৮.৭.৫ উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণক্ষমতা (carring capacity) নিরূপণ, বিভাজিত অঞ্চল (zoning) নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (economic valuation) করিবে।

৮.৭.৬ মৎস্য আহরণ জোন নির্দিষ্ট করিয়া উহার বাহিরে এবং সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য আহরণ বন্ধে আইনানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.৭.৭ আহরণযোগ্য সকল প্রকার মৎস্যের প্রজনন স্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ করিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করিতে হইবে।

৮.৭.৮ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (CMP) প্রণয়নপূর্বক জনপ্রিয় ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় যাহাতে ইকো-ট্যুরিজম (Eco-tourism) হয়, উহা নিশ্চিত করিবে।

৮.৭.৯ সরকার গৃহীত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রযোজ্য অংশ বাস্তবায়িত করিবে।

৮.৭.১০ সাগরের বেলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ড করা যাইবে না।

৮.৭.১১ যে কোনো উপকূলীয় অবকাঠামো পরিবেশ প্রকৌশল পদ্ধতিতে নির্মাণ করিবে।

৮.৭.১২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমে নৌযান মালিক, নাবিক ও মৎস্যজীবীদের অবহিত করিবে এবং তাহাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবে।

৮.৭.১৩ উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য জাল ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৮.৭.১৪ সমুদ্র জলসীমায় অবৈধ বিদেশি মৎস্য ধরিবার ট্রলার প্রতিহত করিবে এবং দেশীয় ট্রলারের সংখ্যা ও এইগুলির মৎস্য ধরিবার সময় যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত করিবে।

৮.৭.১৫ অনাকাঙ্খিত মৎস্য আহরণ রোধ করিতে মৎস্য আহরণকারী সংশ্লিষ্টদের উদ্‌বুদ্ধ করিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

৮.৭.১৬ EBA প্রবর্তন করিবে এবং এই কারণে ইহার পরিধি, সমস্যা, সমস্যা উত্তরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উহা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা, পর্যবেক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়ন ইত্যাদি বিবেচনা করিবে।

৮.৮ মেরিকালচার :

৮.৮.১ সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ আহরণের বিকল্প এবং সার্বিকভাবে মোট সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম মেরিকালচার। বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশি থাকিলেও তাহার ঢেউয়ের উত্তালতা ও জলবায়ুর প্রভাবের কারণে সমুদ্রে জলসীমায় মেরিকালচার-এর সম্ভাবনা সীমিত। আগামী ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর মৎস্য হইতে প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা পুরণে মেরিকালচারের গুরুত্ব বিবেচনার দাবি রাখে।

৮.৮.২ অনতিবিলম্বে মেরিকালচারের উপর একটি নীতিমালা/নির্দেশমালা জরুরিভাবে প্রণয়ন করিবে।

৮.৮.৩ মেরিকালচার সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৮.৮.৪ সমুদ্রে এবং উপকূলীয় স্থলে মেরিকালচারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করিবে।

৮.৮.৫ এককভাবে শুধু মৎস্য নহে, লবণাক্ত পানিতে চাষের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন মৎস্যের বিভিন্ন প্রজাতির, মৎস্য ও উদ্ভিদ (সি উইড), চিংড়ি, বাহারি মৎস্য এবং মলাস্কার বিন্যাস দিয়া মেরিকালচারের সম্ভাবনা প্রতিবেশি দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

৮.৮.৬ মেরিকালচারের গবেষণাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে।

৮.৯ সামুদ্রিক মৎস্যখাতে সুশাসন :

ইক্যুইটি, আইনের শাসন, অংশগ্রহণের সুযোগ, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, তথ্য প্রবাহ ইত্যাদি সুশাসনের মাত্রা। এই সকল মাত্রা কার্যকরকরণের জন্য সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইনের প্রয়োগ, জবাবদিহি সুনিশ্চিতকরণ এবং অংশীজনের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৮.১০ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও বিপণন :

৮.১০.১ মৎস্য দ্রুত পচনশীল হইবার ফলে সময়ক্ষেপণে মৎস্য উহার সতেজতা ও গুণাগুণ হারাইয়া ফেলে এবং খাদ্য হিসাবে উহার উপযোগিতা নষ্ট হয়। এই কারণে উহার আহরণোত্তর পরিচর্যা প্রয়োজন হয়।

৮.১০.২ আহরণোত্তর পরিচর্যা আহরণের পর হইতে শুরু করিয়া গ্রাহকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সকল স্তর অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৮.১০.৩ মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত জাল এবং যন্ত্রাদি ব্যবহার করিবে।

৮.১০.৪ আহরণোত্তর ডেকে মৎস্য সংরক্ষণ এবং পরিবহণ বিষয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

৮.১০.৫ বিদ্যমান অবতরণ কেন্দ্রগুলি সংরক্ষণের সুবিধাদি, যথা—বরফকল, প্যাকেজিং, বিশুদ্ধপানি সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা বজায় ইত্যাদি বিষয় আধুনিকায়ন করিবে।

৮.১০.৬ অবতরণকেন্দ্রে জলপথে একদিকে মৎস্য নৌযান এবং একইসঙ্গে সড়ক পথে পরিবহণের জন্য ট্রাক বা কুল ভ্যানের সহজ প্রবেশ ও দ্রুত বহির্গমনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৮.১০.৭ মৎস্য নৌযান ও অবতরণকেন্দ্রে ডিসকার্ডেড, ট্রাস ফিস বা পচা মৎস্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির সুব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৮.১০.৮ অবতরণকৃত মৎস্যের তথ্য ডিজিটাইজড করিবে।

৮.১০.৯ নিষিদ্ধ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ হাঙর, রে মৎস্য, সামুদ্রিক কাছিম শিকারের যে কোনো জাল বা গিয়ার বা বেইট ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হিসাবে ধৃত হইলে এবং উহার জীবিত থাকিলে দ্রুত সমুদ্রে অবমুক্ত করিবে।

৮.১১ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ :

৮.১১.১ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নির্মূলে NPAO প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

৮.১১.২ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নির্মূলে বাংলাদেশ যে সকল দলিলে স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ UNCLOS ও The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, and Unreported and Unregulated Fishing-এর অনুশাসনসমূহ প্রতিপালনে ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৮.১১.৩ আন্তর্জাতিক যে সকল সংস্থা IUU কার্যক্রম মনিটর বা পরিবীক্ষণ করিয়া থাকে সেই সকল সংস্থা চিহ্নিতপূর্বক উহাদের প্রকাশিত তথ্য ও বাংলাদেশের অবস্থা অবহিত থাকিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.১১.৪ কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো সংস্থা কোনো মৎস্যযান IUU মৎস্যযান হিসাবে চিহ্নিত করিলে উহা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের এবং বর্ণিত জাহাজের বিষয়ে তথ্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, নৌ-বাণিজ্য দপ্তর এবং বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহকে অবহিত করিবে যাহাতে অনুরূপ জাহাজ বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করিতে না পারে বা বন্দরে নোঙর করিতে না পারে।

৮.১১.৫ বিদেশি পুরোনো কোনো মৎস্য-নৌযান নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের নিকট নিবন্ধনের জন্য বা অধিদপ্তরে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে লাইসেন্সের আবেদনের সহিত আবশ্যিকভাবে জাহাজের হালনাগাদ বিমার ক্রমতথ্য দাখিলের জন্য অনুরোধ করিবে এবং এইরূপ তথ্য অনলাইনে যাচাইযোগ্য হইতে হইবে।

৮.১২ নারীর ক্ষমতায়ন :

৮.১২.১ মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষুদ্রাকারের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদনে তাহাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বা দক্ষ শ্রমিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৮.১২.২ আগ্রহী উদ্যোক্তা মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি প্রাপ্তিতে সহায়তা করিবে।

৮.১২.৩ উপকূলীয় মেরিকালচারে উদ্যোক্তা হিসাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিবে।

৮.১২.৪ মৎস্যজাত পণ্য বিপণনে আগ্রহী মহিলাদের উৎসাহ প্রদান করিবে।

৮.১৩ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আঞ্চলিক সহযোগীতা :

৮.১৩.১ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতার শর্তাবলি পরিপালন করিবে।

৮.১৩.২ FAO-এর CCRF প্রতিপালনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.১৩.৩ আন্তঃসরকার সংগঠন The Bay of Bengal Programme-Inter governmental Organization এবং RFMOs-এর সহিত সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনে তথ্য ও কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

৮.১৩.৪ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য এলাকায় বিদেশি মৎস্য নৌযানকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্য আহরণের সুযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৮.১৪ গবেষণা :

৮.১৪.১ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপর গবেষণামূলক কাজকে উৎসাহ দিতে হইবে।

৮.১৪.২ কৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় রাখিয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা গবেষণামূলক জাহাজকে শর্তাধীনে গবেষণার কাজে সহায়তা করিবে।

৮.১৪.৩ জরিপ বা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের একক নিয়ন্ত্রক হইবে সরকার, সরকার যে পরিমাণ তথ্য প্রকাশের এক্তিয়ার সেই পরিমাণ তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

৮.১৪.৪ মৎস্য অধিদপ্তর, BFRI, BORI, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও মৎস্য আহরণে নিয়োজিত অংশীজনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক মৎস্য বা সমুদ্র বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অনুষদ/বিভাগের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করিবে।

৮.১৫ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি MCS কার্যক্রম :

৮.১৫.১ MCS পদ্ধতি বাস্তবায়নে উহা পরিচালনা পদ্ধতি (MCS Governance), সমন্বিত সার্ভিল্যান্স পদ্ধতি (Integrated Surveillance System) এবং স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণমূলক সার্ভিল্যান্স পদ্ধতি (Transparency & Participative Surveillance) প্রবর্তন করিবে।

৮.১৫.২ পরিবীক্ষণ পদ্ধতিতে সমুদ্রের জৈব ভৌত বৈশিষ্ট-সংক্রান্ত তথ্য, মৎস্যসম্পদের মজুত জরিপ ও নির্ণয় অব্যাহত কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করিবে।

৮.১৫.৩ মৎস্যসম্পদের মজুত টেকসই পর্যায়ে রাখিবার ক্ষেত্রে মৎস্য আহরণ যতখানি সম্ভব মজুতসাপেক্ষে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন ও বিধিবিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করিবে।

৮.১৫.৪ লাইসেন্সের শর্তাবলি ও মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্রের শর্তাবলি প্রতিপালনে মৎস্য আহরণকারী মৎস্য নৌ-যান মালিক ও শ্রমিকদের অবহিতকরণসহ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করিবে।

৮.১৫.৫ তদারকির ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি যথা, IMS, VMS, AIS, GPS, GSM, on board CCTV এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলন করিবে।

৮.১৫.৬ তদারকির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নৌ-যানের পাশাপাশি আকাশযান ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করিবে।

৮.১৫.৭ MCS-এর ক্ষেত্রে তদারকি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশীজন নাগরিক সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি বা বেসরকারি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৮.১৫.৮ MCS-এর জন্য গভীর সমুদ্রে এবং টেরিটোরিয়াল এলাকায় সকল স্থানীয় ও বিদেশি নৌযানের অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে একটা Standard Protocol থাকিতে হইবে।

৮.১৫.৯ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন, আন্তঃসংস্থা যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (MFMC) স্থাপন করিবে।

৮.১৫.১০ MCS কাজের জন্য ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া পদ সৃজন ও লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

৮.১৬ মেরিন রিজার্ভ ও সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা :

৮.১৬.১ মৎস্য সম্পদের জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা (Closed Area) ঘোষণা এবং সময় (Banning Season) প্রবর্তন করিয়া জলজ জীববৈচিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং কিশোর মাছকে বড় হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে SDG 14.4-এর লক্ষ্য পূরণে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যে উপর ভিত্তি করিয়া উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা (No Fishing Zone), সামুদ্রিক রিজার্ভ (Marine Reserve-MR) ও সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area-MPA) প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৮.১৬.২ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ, কুমির, ডলফিন, হাঙর, শাপলাপাতা, তিমি ও পরিযায়ী (Migratory) পাখি রক্ষায় নিরাপদ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণের ভূমিকা অসীম। সেন্টমার্টিনসহ অন্যান্য দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সামুদ্রিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির চারণ ও প্রজননক্ষেত্র নিরাপদ রাখিবার জন্য সামুদ্রিক শৈবাল, প্রবাল-প্রাচীর, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহিত সমন্বয় করিয়া ইকোট্যুরিজম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

৮.১৬.৩ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য, চিংড়ি, সামুদ্রিক শৈবাল, শামুক, ঝিনুক ও কাঁকড়াসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য সুন্দরবনসহ সকল উপকূলীয় প্যারাবন সংরক্ষণে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮.১৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ :

৮.১৭.১ জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং সমুদ্রের জলরাশির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উপর প্রভাব প্রশমনে সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনার আওতায় জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

৮.১৭.২ সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রণীতব্য Marine Spatial Planning-এর আওতায় আগামী ৫০ বৎসরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সফটওয়্যার-ভিত্তিক মডেল প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যাহা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ুর প্রভাবজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় দিক-নির্দেশক হিসাবে কাজ করিবে।

৮.১৭.৩ মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীজনের মধ্যে জলবায়ু প্রভাবজনিত প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র সেল গঠন করিতে পারিবে।

৮.১৮ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন :

৮.১৮.১ দেশের অর্থনীতিতে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের অবদানকে সমুন্নত রাখিবার লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মেরিকালচার, সুষম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং লোকবল নিয়োগ।

৮.১৮.২ সমুদ্র বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক মৎস্য বা মেরিন অ্যাকোয়াকালচার বা মৎস্য নৌযান সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৮.১৮.৩ সরকারি, বেসরকারি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সুফলভোগী ও প্রান্তিক জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী ও কার্যকর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিকল্প নাই; সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা ব্যতিরেকে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

৮.১৮.৪ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৎস্যবিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যসূচিতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি ইন্টার্নশিপ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক জীববিদ্যা, প্রতিবেশবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মৎস্যচাষ, ফার্মেসি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, পুষ্টিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নসহ সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি (Marine Biotechnology) বিষয়াবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সামুদ্রিক মৎস্যখাতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষাসফর, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিশেষজ্ঞ বিনিময় ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৮.১৯ গভীরে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ :

৮.১৯.১ IOTC-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ)-এর গভীর অংশ ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মৎস্যের প্রাপ্যতা যাচাই ও প্রাচুর্যতা সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এই জাতীয় মৎস্য আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবে।

৮.১৯.২ দেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ গভীর সমুদ্রে পরিভ্রমণশীল টুনা এবং সমজাতীয় মাছের বাণিজ্যিক আহরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে এই মূল্যবান মৎস্যসম্পদ আহরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৮.১৯.৩ বাংলাদেশের পতাকাবাহী লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য - নৌযান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং উহা উপযুক্ত সংস্থা/দপ্তর যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করিবে।

৮.১৯.৪ বাংলাদেশ যেসকল আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য তাহাদের সহিত প্রযোজ্যক্ষেত্রে গভীরসমুদ্রে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও IUU fishing-সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান করিতে পারিবে।

৮.১৯.৫ International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas স্বাক্ষর বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারিবে।

৮.২০ ভৌত-অবকাঠামো উন্নয়ন :

৮.২০.১ আহরিত মৎস্যের গুণগতমান বজায় রাখা ও উচ্চমূল্য নিশ্চিতকরণে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ কাঠামো স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৮.২০.২ মৎস্য নৌযানসমূহে আধুনিক সুযোগসুবিধা-সংবলিত বার্থিং স্টেশন স্থাপন করিবে।

৮.২০.৩ ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে বাণিজ্যিক ট্রলার, যান্ত্রিক মৎস্য ও আর্টিসানাল নৌযানসমূহ নিরাপদে রাখিবার লক্ষ্যে এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত আধুনিক সুযোগসুবিধা-সংবলিত মৎস্য পোতাশ্রয় (Fish Harbour) , মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (Fish Landing Center), মৎস্য বাজার ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.২০.৪ যান্ত্রিক মৎস্য ও আর্টিসানাল নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণপদ্ধতি নিবিড় ও কার্যকরভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করিতে দেশের উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৮.২০.৫ উপকূলীয় এলাকায় পর্যাপ্তসংখ্যক মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

৮.২০.৬ আধুনিক সুযোগসুবিধা-সংবলিত প্রয়োজনীয় যানবাহনসহ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করিবে।

৮.২০.৭ সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৯.০ নীতি বাস্তাবয়ন কৌশল :

৯.১ নীতি বাস্তবায়নে যেক্ষেত্রে নির্দেশাবলি জারির প্রয়োজন রহিয়াছে, সরকার তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাহা জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, তবে এইক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করিয়া সরকার বরাবরে দাখিল করিবে।

৯.২ আইন, বিধি বা নীতি বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের হইবে।

৯.৩ মৎস্য অধিদপ্তর সরকারের মাধ্যমে সকল সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা, RFMOs বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে।

৯.৪ মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি উইং নীতি বাস্তবায়ন মনিটরিং করিবে এবং প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করিবে।

৯.৫ BFDC আনলোডিং স্টেশন স্থাপনা, ব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং বিপণনে সহায়তা করিবে।

৯.৬ চলমান সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে।

৯.৭ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সহিত সমন্বয় করিবে।

৯.৮ পরিবেশবান্ধব মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর মৎস্য অধিদপ্তর প্রশিক্ষণের আয়োজন করিবে।

৯.৯ দক্ষ লোকবল তৈরিতে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

৯.১০ মেরিকালচারের বহুমুখিতার উপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তর মেরিকালচার এলাকা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৯.১১ IUU জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশে ও উহার নিবন্ধন প্রতিরোধে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাণিজ্যিক নৌ দপ্তরের সহিত সার্বক্ষণিক সমন্বয় বজায় রাখিবে।

৯.১২ নীতি বাস্তাবায়নে অগ্রাধিকার হিসাবে SDG এবং রূপকল্প, ২০৪১ লক্ষ্যমাত্রাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

১০. নীতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ইত্যাদি :

খাত/ক্ষেত্র	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা)	
		মূল	সহায়ক
৮.১	জরিপ ও তথ্য সংরক্ষণ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর ব্লু-ইকোনমি সেল, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আবহাওয়া অধিদপ্তর BFRI SPARRSO BORI
৮.২	সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তকরণ, আহরণের সক্ষমতা নির্ধারণ ও উহাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর নৌ-বাণিজ্য দপ্তর	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.৩	দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন	মৎস্য অধিদপ্তর	BFRI BORI সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি

৮.৪	সামুদ্রিক ও উপকূলীয় দীর্ঘ মেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial planning) প্রস্তুত	মৎস্য অধিদপ্তর BFRI	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড BORI SPARRSO বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
৮.৫	আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	মৎস্য অধিদপ্তর BFDC	অর্থ বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮.৬	সুনীল অর্থনীতি (সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর BFDC ব্লু-ইকোনমি সেল, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, মৎস্য বিভাগ/অনুষদ, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ দেশে বিদ্যমান বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.৭	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Coastal and Marine Ecosystem)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর BORI BFRI সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি

৮.৮	মেরিকালচার	মৎস্য অধিদপ্তর BFDC	BFRI BORI বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, মৎস্য বিভাগ/অনুষদ, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.৯	সামুদ্রিক মৎস্যখাতে সুশাসন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর নৌবাণিজ্য দপ্তর	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ পুলিশ দেশে বিদ্যমান বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ
৮.১০	আহরণোত্তর পরিচর্যা ও বিপণন	মৎস্য অধিদপ্তর BFDC	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি BFRI সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.১১	অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ	মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নৌ-বাণিজ্য দপ্তর দেশে বিদ্যমান বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ BFDC	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.১২	নারীর ক্ষমতায়ন	মৎস্য অধিদপ্তর BFDC	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৮.১৩	আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৮.১৪	গবেষণা	BFRI BORI বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, মৎস্য বিভাগ/অনুষদ, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.১৫	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি MCS কার্যক্রম	মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নৌ-বাণিজ্য দপ্তর	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় দেশে বিদ্যমান বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি

৮.১৬	সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (MRA) ব্যবস্থাপনা	মৎস্য অধিদপ্তর বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড BORI সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.১৭	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ	মৎস্য অধিদপ্তর বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর	BFRI BORI বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৮.১৮	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন	মৎস্য অধিদপ্তর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, মৎস্য বিভাগ/ অনুষদ, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ	BFRI BORI বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৮.১৯	গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর নৌ-বাণিজ্য দপ্তর	মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সমিতি
৮.২০	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর BFDC	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

১১.০ নীতিমালা হালনাগাদকরণ :

১১.১ সরকার সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রটোকল, চুক্তি, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসারে প্রচলিত বিধি-বিধান , আইন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত সহকারে নীতিমালা হালনাগাদকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১.২ এই অনুচ্ছেদের ১১.১ অনুসারে হালানাগাদকৃত অংশ এই নীতির অংশ হইবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইহা কার্যকর হইবে।

শব্দসংক্ষেপ

ABNJ	Area Beyond National Jurisdiction
AIS	Automatic Identification System
BFDC	Bangladesh Fisheries Development Corporation
BFRI	Bangladesh Fisheries Research Institute
BORI	Bangladesh Oceanographic Research Institute
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries
CCTV	Closed-Circuit Television
CMP	Conservation Management Planning
EAFM	Ecosystem Approach to Fisheries Management
EEZ	Exclusive Economic Zone
FAO	Food and Agricultural Organization
GPS	Geographical Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communication
IMS	Integrated Monitoring System
IOTC	Indian Ocean Tuna Commission
IPOA	International Plan of Action
ITLOS	International Tribunal on the Law of the Sea
IUCN	International Union for Conservation of Nature
IUU	Illegal, Unreported and Unregulated
MCS	Monitoring, Control and Surveillance
MEP	Maximum Economic Plan
MFMC	Maldives Fund Management Corporation
MSY	Maximum Sustainable Yield
NPoA	National Plan of Action
PCA	Permanent Court of Arbitration
PPP	Public Private Partnership
PSM	Port State Measure
RFMOs	Regional Fisheries Management Organizations

SDG	Sustainable Development Goal
SP	Sailing Permission
SPARRSO	Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization
TAC	Total Allowable Catch
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
VGFSP	Voluntary Guidelines for Flag State Performance
VMS	Vessel Monitoring System
WTO	World Trade Organization

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.